আঁলিয়াজ ফ্রঁসেজে ক্লাস শেষে শিক্ষার্থীদের আড্ডা

## ফ্রেঞ্চ, চাইনিজ ও স্প্যানিশ!

# কোথায় শিখবেন ভিনদেশি ভাষা

● সাদিয়া ইসলাম বৃষ্টি

সোহানা সেই ছোট্টবেলায় মায়ের মুখে শুনেছে চীনের রূপকথা। সেই থেকে চীন দেশটার ওপর বড্ড টান ওর। ওখানকার সবাই বুঝি গল্পের মতো সুন্দর? ছোটবেলায় এই ভাবতে ভাবতে কতবার রাতে ঘুমিয়ে পড়েছে ও। আজকেও অনেকদিন পর সেই ছোটবেলার স্বপ্নের দেশটাকে নিয়ে ভাবতে ভাবতে ঘুমাতে গেল ও। তবে এবার ওর ভাবনায় আর সেই রাজা-রানী আর ছোট রাজকন্যাদের কথা একবারও এলো না। সোহানা এখন আর ছোট্ট নেই। কলেজ শেষ করে ভার্সিটিতে পড়ছে সে এখন। কিছুদিন আগেই বন্ধু রবিন কথাচ্ছলে জানতে চেয়েছিল– হ্যালো সোহা, তুই মাস্টার্সটা কি এখানেই করবি নাকি বাইরে কোথাও অ্যাপ্লাই করবি? সেই থেকেই সোহানার ভাবনা শুরু হয় বাইরে পড়তে যাওয়া নিয়ে। কিন্তু কোথায় যাওয়া যায়? এতশত ভাবনার মাঝখানে ছোট্টবেলার স্বপ্নের সেই দেশ চীনের কথাই বারবার কেন যেন মনে পড়ল ওর। তারপর থেকেই ওখানে যাওয়ার জন্য জোরদার প্রস্তুতি শুরু। অনার্সের ফলটা ভালো রাখতে হবে। পাশাপাশি বিভিন্ন জায়গায় আবেদন করা তো আছেই। আর কী করা যায়?

–কেন! চাইনিজ ভাষাটা শিখে রাখ। কাজে দেবে।

বাবার কথাটা মাথায় ঢুকে গেল সোহানার। আরে! তাই তো! সত্যিই তো, যে দেশে যাচ্ছে সেখানকার ভাষাটা শিখে রাখলে বেশ ভালো হয়। কিন্তু কোথায় শেখা যায় চাইনিজ ভাষা? প্রায়ই তো কত-শত লিফলেট ঘোরে ভাষা শিক্ষা কোর্সের। কিন্তু ভালো মানের ভাষা শিক্ষাটা কোথায় গেলে পাওয়া যাবে?

এ রকম প্রশ্ন কেবল সোহানার একার নয়। পড়াশোনার পাশাপাশি নিজের গুণগত মান আরেকটু বাড়িয়ে তুলতে, অন্যদের চেয়ে চাকরির দৌড়ে খানিকটা হলেও এগিয়ে থাকতে, এমনকি শুধু নিছক কৌতূহল থেকেও অনেকে শিখতে চান ভিনদেশি নানা ভাষা। আর এই ভাষার দৌড়ে বর্তমান যুগে এগিয়ে আছে ফ্রেঞ্চ, চাইনিজ আর স্প্যানিশ ভাষা। কিন্তু ভাষা শেখার পুরো ইচ্ছে থাকলেও অনেকে কোথায় যাবেন ঠিক বুঝতে পারেন না। অনেকের ভেতরে দ্বিধা থাকে জায়গাটির গুণগত মান সম্পর্কে। এমনকি মাঝে মাঝে খরচ কেমন হবে বা নিজের সময়ের সঙ্গে মিলবে কিনা ভেবেও অনেকে পিছিয়ে যান ভাষা শিখতে এসে।

আজ তাদের জন্যই আমাদের এই আয়োজন। ঢাকায় ফ্রেঞ্চ, চাইনিজ আর স্প্যানিশ ভাষা শিখতে আগ্রহীদের জন্য এখানে দেয়া হলো কিছু প্রতিষ্ঠান, তাদের কার্যক্রম, এর খরচ ও সময়সীমার বিবরণ।

**ফ্রেঞ্চ :** অন্য ভাষা শেখার ক্ষেত্রে বর্তমান তরুণ প্রজন্মের মধ্যে সবচেয়ে এগিয়ে আছে ফ্রেঞ্চ। চাহিদার ভিত্তিতে তাই ঢাকায় বেশ ভালো ফ্রেঞ্চ ভাষা শেখায় এমন প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠেছে অনেক। ঢাকায় ফ্রেঞ্চ শেখায় এমন কিছু প্রতিষ্ঠানের নাম নিচে দেয়া হলো–

**আইএমএল বা ইনস্টিটিউট অব মডার্ন ল্যাঙ্গুয়েজ :** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরিচালিত এই আধুনিক ভাষা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি ফ্রেঞ্চ ছাড়াও আরো অনেক ভাষার ওপর ছোট-বড় সব ধরনের কোর্স করিয়ে থাকে। সাধারণত এখানে ফ্রেঞ্চ ভাষার ক্ষেত্রে রয়েছে চারটি ধাপ। সেগুলো হলো–

● জুনিয়র কোর্স ● সিনিয়র কোর্স
● ডিপ্লোমা কোর্স ● হায়ার ডিপ্লোমা কোর্স

নির্দিষ্ট সময় পরপর এই কোর্সগুলোতে ভর্তির জন্য বিজ্ঞাপন দেয়া হয়। একেকটা কোর্স থেকে ভালো ফলের ওপরই নির্ভর করে অন্য কোর্সে যাওয়া। সাধারণত এই কোর্সগুলোর মেয়াদ ১ বছর হয়ে থাকে। জুনিয়র কোর্সের খরচ ৩,০০০ টাকা।

তবে আইএমএলে ফ্রেঞ্চ ভাষার ওপর কিছু স্বল্পমেয়াদি কোর্সও করানো হয়। এর খরচ ৭,০০০ থেকে শুরু করে ১৫,০০০ টাকা বা এর বেশিও হয়। এই কোর্সগুলোর মেয়াদ হয় সাধারণত ৬০ ঘণ্টা বা ৩ মাস। এক্ষেত্রে প্রতি সপ্তাহে তিন দিন ক্লাস হয়।

**আঁলিয়স ফ্রঁসেজ :** বাংলাদেশে ফরাসি ভাষা ও সংস্কৃতিকে বিকশিত করার জন্য প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠানটির রয়েছে কেবল ফ্রেঞ্চ ভাষার ওপর কিছু কোর্স। আর এগুলো মোট চার ভাগে বিভক্ত :

● বিগিনারস লেভেল– এ ওয়ান
● ইন্টারমিডিয়েট লেভেল– এ টু
● ইন্ডিপেন্ডেন্ট লেভেল– বি ওয়ান
● অ্যাডভান্সড লেভেল– বি টু

শুরুটা হয় বিগিনারস বা এ ওয়ান লেভেল থেকে। কোর্সগুলো হয় সেমিস্টারভিত্তিক। প্রতি মাসে একটি সেমিস্টার ও প্রতি সেমিস্টারে দুটি পরীক্ষা

থাকে। একটি মিড আর অন্যটি ফাইনাল। এই পরীক্ষাগুলোতে পাস করলেই পরের সেমিস্টারে ওঠা যায়। প্রতি সপ্তাহে ২ ঘণ্টাব্যাপী ২টি ক্লাস হয়। তবে বিশেষ বিবেচনায় ৪ ঘণ্টাব্যাপী ১ দিন ক্লাস করা যায়। প্রয়োজনীয় তথ্যাদি পাশেই দেয়া হলো। এখানে বছরে চারবার শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়। সময়গুলো হলো– জানুয়ারি, এপ্রিল, জুলাই ও অক্টোবর।

**ঢাকা ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব :** ঢাকা ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব বিভিন্ন দেশের ভাষার ওপর প্রফেশনাল ও সার্টিফিকেট কোর্স করিয়ে থাকে। আর এর মধ্যে অন্যতম ভাষা হলো ফ্রেঞ্চ। এর ওপর প্রফেশনাল কোর্স করিয়ে থাকে ক্লাবটি। এর মেয়াদ ও খরচসহ যাবতীয় তথ্য নিচে দেয়া হলো–

সময়– তিন মাস। প্রতি সপ্তাহে ২ দিন।
খরচ– ১৫,০০০ টাকা।

**চাইনিজ ও স্প্যানিশ ভাষা :** ঢাকায় স্বনামধন্য দুটি প্রতিষ্ঠান চাইনিজ ও স্প্যানিশ ভাষার ওপর কোর্স করিয়ে থাকে। সেগুলো হলো–

**আইএমএল বা ইনস্টিটিউট অব মডার্ন ল্যাঙ্গুয়েজ :** ফ্রেঞ্চের মতোই জুনিয়র, সিনিয়র, ডিপ্লোমা ও হায়ার ডিপ্লোমার মতো এক বছরের কোর্স রয়েছে এখানে চাইনিজ ও স্প্যানিশ ভাষা শিক্ষার্থীদের জন্যও। এছাড়া রয়েছে কিছু ৬০ ঘণ্টাব্যাপী, কিছু স্বল্পমেয়াদি কোর্স। এক বছরের কোর্সগুলো করতে সবমিলিয়ে সাধারণত খরচ পড়ে ৩,০০০ টাকা। তবে স্বল্পমেয়াদি কোর্সগুলোর জন্য এ খরচ কিছুটা বেশিই ধরা হয়। এর পুরোটা নির্ভর করে প্রতিষ্ঠানটির ওপর।

| লেভেলস | মডিউল অ্যান্ড ডিউরেশন | কোর্স ফিস (টাকা) | অন্যান্য খরচ বই এবং পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশন ফিস |
|---|---|---|---|
| লেভেল-১ বিগিনারস লেভেল (১৬০ ঘণ্টা) | ১০১/৩ মাস (৪০ ঘণ্টা) | ৪০০০ | টেক্সট বইয়ের জন্য ২৩০০ (টাকা) |
| | ১০২/৩ মাস (৪০ ঘণ্টা) | ৪০০০ | ——— |
| | ১০৩/৩ মাস (৪০ ঘণ্টা) | ৪০০০ | |
| | ১০৪/৩ মাস (৪০ ঘণ্টা) | ৪০০০ | ১৫০০ (টাকা) 'ডিইএলএফ-এ১' (পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশন ফিস) |
| লেভেল-২ ইন্টারমিডিয়েট লেভেল (১৬০ ঘণ্টা) | ২০১/৩ মাস (৪০ ঘণ্টা) | ৪০০০ | টেক্সট বইয়ের জন্য ২৩৫০ |
| | ২০২/৩ মাস (৪০ ঘণ্টা) | ৪০০০ | ——— |
| | ২০৩/৩ মাস (৪০ ঘণ্টা) | ৪০০০ | |
| | ২০৪/৩ মাস (৪০ ঘণ্টা) | ৪০০০ | ১৭০০ (টাকা) 'ডিইএলএফ-এ২' (পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশন ফিস) |
| লেভেল-৩ ইন্ডিপেন্ডেন্ট লেভেল (২৪০ ঘণ্টা) | ৩০১/৩ মাস (৬০ ঘণ্টা) | ৫০০০ | টেক্সট বইয়ের জন্য ২৪০০ (টাকা) |
| | ৩০২/৩ মাস (৬০ ঘণ্টা) | ৫০০০ | ——— |
| | ৩০৩/৩ মাস (৬০ ঘণ্টা) | ৫০০০ | |
| | ৩০৪/৩ মাস (৬০ ঘণ্টা) | ৫০০০ | ১৯০০ (টাকা) 'ডিইএলএফ-বি১' (পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশন ফিস) |
| এলিজিবল ফর টিইএফ এক্সাম | | | |
| লেভেল-৪ অ্যাডভান্সড লেভেল (২৪০ ঘণ্টা) | ৪০১/৩ মাস (৬০ ঘণ্টা) | ৫০০০ | টেক্সট বইয়ের জন্য ২৫০০ (টাকা) |
| | ৪০২/৩ মাস (৬০ ঘণ্টা) | ৫০০০ | ——— |
| | ৪০৩/৩ মাস (৬০ ঘণ্টা) | ৫০০০ | |
| | ৪০৪/৩ মাস (৬০ ঘণ্টা) | ৫০০০ | ২২০০ (টাকা) 'ডিইএলএফ-বি২' (পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশন ফিস) |

**ঢাকা ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব :** ঢাকা ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব ফ্রেঞ্চের মতোই চাইনিজ ও স্প্যানিশ ভাষা শিখতে আগ্রহীদের জন্য তিন মাসব্যাপী, প্রতি সপ্তাহে দুদিন করে প্রফেশনাল কোর্সের আয়োজন করেছে। খরচ মাত্র ১৫,০০০ টাকা।

## শিক্ষার্থীর কথা

ফ্রেঞ্চ ও স্প্যানিশ ভাষার ওপর বর্তমানে কোর্স করছেন এমন দুজনের কথা এখানে দেয়া হলো–

**নাফিসা ইসলাম :** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী নাফিসা। পড়াশোনার পাশাপাশি ফ্রেঞ্চ শিখছেন আঁলিয়স ফ্রঁসেজে।

–কেউ কি ফ্রেঞ্চ শেখার ব্যাপারে আপনাকে উৎসাহ দিয়েছিলেন?

–হ্যাঁ। আমার স্কুলের মিস।

–প্রফেশনাল লাইফে এই ফ্রেঞ্চ ভাষা আপনাকে ঠিক কতটা সাহায্য করবে বলে মনে করেন?

–অনেকটাই। ভালো কোনো আন্তর্জাতিক সংস্থায় কাজ করার ইচ্ছা আছে আমার। সেক্ষেত্রে বেশ সাহায্য করবে আমাকে এই কোর্সগুলো।

**সুনীল কুমার সরকার :** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জাপানিজ ভাষার শিক্ষক সুনীল কুমার সরকার বর্তমানে আইএমএলে স্প্যানিশ ভাষার ওপর কোর্স করছেন। বর্তমানে এ ওয়ানে আছেন তিনি। এর আগে তিনি শিখেছেন জাপানিজ, ফ্রেঞ্চ ও টার্কিশ ভাষাও। ভাষার ওপর

পড়াশোনা করতে ঘুরে এসেছেন জাপানেও।

–ঠিক কী কারণে শিখছেন স্প্যানিশ?

–বাস্তব জীবনে কতটা কাজে লাগবে আমার এই ভাষা শেখাটা সেটা আমি জানি। একটা ভাষায় কথা বলতে পারা একজন মানুষের জন্য সম্মানের ব্যাপার। এতে তার মর্যাদা অনেকখানি বেড়ে যায়। কিন্তু তারপরও আসলে সেসব কিছু নয়। একদম নিজের নিছক আগ্রহ থেকেই এখন স্প্যানিশ ভাষাটা শিখছি আমি।

–ভাষা শেখাটা কতটা দরকার আমাদের জন্য এবং এজন্য ঠিক কতটা সুযোগ এ দেশের শিক্ষার্থীরা পাচ্ছে বলে আপনি মনে করেন?

–অনেকে আছেন যারা একাডেমিক পরীক্ষার কথা ভাবেন। সেটাকে বেশি গুরুত্ব দেন। ভাষাকে যারা গুরুত্বের সঙ্গে নেয়, তাদেরকে অবজ্ঞা করেন। কিন্তু বাস্তবে ভাষা শেখাটা আমাদের জন্য বেশ দরকারী ও কাজের। এটা বেশ কঠিনও। বর্তমানে আইএমএল ও আঁলিয়স ফ্রঁসেজের মতো কিছু প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে বাংলাদেশে, যারা ভাষা শেখার ক্ষেত্রে বেশ সাহায্য করছে এখানকার আগ্রহী শিক্ষার্থীদের। ■